দশম অধ্যায়

কারও নামে "মানত" প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کے نام کی منت ماننا (شرک و کفر ہــــے)

"কারো নামে মানত করা শিরক ও কুফর"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্ বা সংশোধনঃ

প্রকৃত পক্ষে মানত, নযর, নেয়াজ ও চড়ওয়াহা-এই চারটি শব্দ একই অর্থ বোধক। এর মধ্যে 'নযর' শব্দটি আরবী। এটির ধরন ও ব্যবহার দুই প্রকারের। একটি হলো 'শরয়ী নযর' অন্যটি হলো 'উরফী নযর'।

শরয়ী নযর ঃ শরয়ী নযর বা মানত-এর সংঙ্গা হলোঃ

اِيْجَابُ مَالَايُوْجَبُ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ" *

অর্থ ঃ মূলতঃ যা ওয়াজিব নয়, তা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া। যেমন রোগমুক্তির জন্য গরু ছাগল মানত করা। এ ধরনের মানত একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। অন্য কারও জন্য এ মান্নত করা হারাম ও বাতিল।

উরফী নযরঃ

কোন বস্তু কোন সম্মানীত ব্যক্তি বা কোন বুজুর্গের খেদমতে পেশ করাকে উরফী নযর বা প্রথাগত মানত ও হাদিয়া বলা হয়। অর্থাৎ- কোন সম্মানীত ব্যক্তি বা বুজুর্গ ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও দোয়া অর্জনের লক্ষ্যে তাকে খোশ করা বা তার শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে কোন বস্তু হাদিয়া স্বরূপ, উপঢৌকন স্বরূপ, তাবারুক স্বরূপ তার খেদমতে পেশ করা বা পেশ করার ওয়াদা করাকে নযর বলে। নযরে উরফী যে কোন লোকের জন্য করা যেতে পারে।

মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দীন দেহ্‌লভী (শাহ ওয়ালি উল্লাহর ছেলে) আপন গ্রন্থ-"নযর ও মাজারাত"–এ নযর বা মানতকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেনঃ

"لفظ نذر مشترك ست در نذر شرعی ونذر عرفی – نذر شرعی اِیْجَابُ غَیْرِ وَاجِبٍ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ سْت وعرفی انچه پیش بزرگان می برند ونیاز می گویند" *

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "নযর' শব্দটি দুই অর্থ বহনকারী বা দ্ব্যার্থবোধক। এক অর্থ হলো নযরে শরয়ী এবং আর এক অর্থ হলো নযরে উরফী। নযরে শরয়ী বলা হয়– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে- ওয়াজিব নয় এমন জিনিসকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া। আর নযরে উরফী হলো-কোন বুজুর্গের খেদমতে কিছু বস্তু পেশ করা। এটাকে নেয়াজও বলা হয়"।

একটি আল্লাহর নামে। অন্যটি বান্দার নামে। প্রথমটি ওয়াজিব। দ্বিতীয়টি মোস্তাহাব ও মোবাহ্। প্রথমটি মিছকিনের হক্ব। দ্বিতীয়টি সকলের হক্ব। কোন জ্ঞানবান মুসলমানই উরফী নযর বা প্রথাগত মানতকে শরয়ী নযর বা ওয়াজিব মানত বলে মনে করেনা এবং করতেও পারেনা। কেননা, কোন বুজুর্গের খেদমতে বা সম্মানীত ব্যক্তির সামনে কোন জিনিস ইবাদত বা তাকাররুকের নিয়তে পেশ করা হয়না। এরূপ পেশ করার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের নিয়তও কেউ করেনা। উদাহরণ স্বরূপঃ নিত্তনৈমিত্তিক মানুষ একথা ব্যবহার করে থাকে যে, হাকিম সাহেবকে নযরানা দেয়া হয়েছে। উকিল সাহেবকে নযরানা দেয়া হয়েছে। নওয়াব সাহেব, রাজা সাহেব প্রমুখের সামনে নযরানা পেশ করা হয়েছে। অথবা একথা বলা হয় যে, ডাক্তার সাহেব! ভাল করে চিকিৎসা করুন। সুস্থ হলে উপযুক্ত নজরানা দেয়া হবে। উকিল সাহেব! ভাল করে মামলার তদবীর করুন। মামলায় জিত্‌লে এই পরিমাণ টাকা নজরানা স্বরূপ দেয়া হবে। এগুলো মূলত ফিস। কিন্তু ভদ্র ভাষায় সৌজন্যমূলক শব্দ হিসাবে 'নজরানা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এটা বৈধ। অথচ আল্লাহর শানেও একই শব্দ ব্যবহার করলে সেটাকে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় এবং তা সদ্‌কায় পরিণত হয়। তখন তা মিসকিনের হক্ব হয়ে যায়।

www.sunnibarta.com

বাদশাহর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে, ক্ষমতা গ্রহণের বার্ষিকী পালনকালে, আমির উমারা ও আমাত্যবর্গ যা কিছু পেশ করেন-তাকে পরিভাষায় নযর বা নযরানা বলা হয়। কৃষকগণ পূর্বকালে নূতন জমিদারকে যে উপঢৌকন দিত-তাকেও নযর বা ভেট বলা হতো। অনুরূপভাবে বাংলা ও উর্দু ভাষায় নেয়াজ শব্দটি বহুলভাবে প্রচলিত। যেমনঃ আপনার নেয়াজমান্দ, আপনার প্রতি আমার নেয়াজ, অমুকের প্রতি আমার কোন নেয়াজ নেই-ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কেরামের খেদমতে যা কিছু পেশ করা হয়, অথবা তাঁদের নামের উপর যা কিছু সদকা করা হয়-তাকেও নযর, নেয়াজ মানত ইত্যাদি বলা হয়। তাদের মাজারে যা কিছু পৌছানো হয়– উর্দু ভাষায় এগুলোকে চড়ওয়াহা বলা হয়। থানবী সাহেব এই মানত, চড়হাওয়াহা- ইতাদিকেই শিরক ও কুফর বলেছেন। এটা কত বড় বে-ইনসাফী যে, যে সব শব্দ জায়েদ, বকর, ওমর, জমিদার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির ক্ষেত্রে বলা যায়েজ, সেগুলোকেই অলী আল্লাহগণের সম্পর্কে বললে শিরক বলা হবে। মোদ্দা কথা হলো- নযর, নেওয়াজ, মানত, চড়হাওয়াহ্ অলী-আল্লাহগণের জন্য নিঃসন্দেহে যায়েজ ও বৈধ। দলীল সমূহ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে পেশ করা হলোঃ

www.sunnibarta.com

১নং দলীলঃ

ওহাবীদের ইমাম ইসমাঈল দেহলভী অলীগণের নামে মানত সম্পর্কে তাক্‌রীরে জাবায়েহ্ গ্রন্থে লিখেনঃ

اگر شخصے نذر کند کہ فلاں حاجت من بر آید اینقدر نیاز حضرت سید احمد کبیر بکنم رواست واگر ہمین قدر گاؤ را نذر کند نیز رواست چرا کہ مقصودش گوشت ست وبس وہمچنین اگر گاؤ زندہ بنام سید احمد کبیر کسے را بدہد بطوریکہ نقد دہند نیز رواست وگوشت آں حلال ...." واگر ہمین طور نذر برائے اولیاء گزشتگان کند رواست اینقدر فرق ست کہ سبب انتقال از عالم دنیا بعالم برزخ منتفع بنقد وجنس وطعام نمے خواہند شد بلکہ ثواب صرف آں اللہ تعالی بار واح مطہرہ ایشاں میرساند پس احوال ایشاں درحالت حیات وبعد ممات برابرست : ...."اگر نذر کند بشرط برآمدن حاجت خود گاؤ دو سالہ فربہ نیاز حضرت غوث اعظم خواہم کرد - بس حکم ایں مثل حکم طعام ست - اگر نذر بطریق حسن ست ہیچ خللے نہ واگر قبیح ست فعلش حرام ست وحیوان حلال "..........." اگر شخصے بزے خانہ پرور کند تاگوشت او خوب شود - اوراذبح کردہ وپختہ فاتحۂ حضرت غوث اعظم خواندہ بخور اند خللے نیست" *

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com

অর্থঃ “যদি কোন ব্যক্তি মানত করে যে, আমার অমুখ মকসুদ হাসিল হলে আমি সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ) (আরব)-এর জন্য নেয়াজ দেবো, তা হলে মানত দুরস্ত হবে। আর যদি ঐ পরিমান গরুর গোস্ত মানত করে, তাহলেও দুরস্ত হবে। কেননা, উদ্দেশ্য হচ্ছে গোস্ত। অনুরূপভাবে যদি জীবিত গরুর মানত করে সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ)-এর নামে এবং কাউকে উহা দিয়ে দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে-তাহলেও দুরস্ত আছে এবং উহার গোস্ত হালাল হবে”। ---- অন্যত্র আছেঃ “আর অনুরূপভাবে যদি কোন অতীতকালের ইনতিকালপ্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নেয়াজ দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাও দুরস্ত হবে। শুধু পার্থক্য হলো এইযে, ইন্‌তিকালের কারণে তাঁরা দুনিয়া হতে আখেরাতে চলে যান। তখন তাঁরা নগদ অর্থ, কোন বস্তু বা খাদ্য চান না। বরং আল্লাহ তায়ালা শুধু ঐগুলোর সওয়াব ঐসব পবিত্র আত্মা বুজুর্গদের রূহে পৌঁছিয়ে দেন। তাঁদের অবস্থা জীবিতকালে যেমন ছিল-ইনতিকালের পরেও তেমনিই থাকে”।---

অন্যত্র বলেনঃ “আর যদি এই শর্তে মানত করে যে, ‘আমার অমুক মকসুদ পূর্ণ হলে আমি দু’বৎসরের মোটা তাজা একটি গরু হযরত গাউসুল আজম (রাঃ)-এর জন্য নেয়াজ দেবো, তাহলে এর বিধান হলো- খানা খাওয়ানোর বিধানের মতই জায়েজ। মানত যদি উত্তম পন্থায় (ইসালে সওয়াবের নিয়তে) করা হয়, তাহলে উত্তম এবং নির্দোষ, আর যদি খারাপ পন্থায় (ইবাদতে গাইরুল্লাহ) করা হয়, তাহলে খারাপ ও নাজায়েজ। এ অবস্থায় শুধু কাজটি হারাম হবে; কিন্তু পশুর গোস্ত হালাল হবে”। (কেননা জবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়েছে)। --- অন্যত্র বলেনঃ “যদি কোন ব্যক্তি একটি ছাগল যত্নকরে লালন-পালন করে খুব মোটা তাজা করে এবং গোস্তওয়ালা বানায় এবং ঐ ছাগল জবেহ করে এবং রান্না করে হযরত গাউসুল আজমের নামে ফাতেহা দিয়ে নিজেরা খায়, তাহলেও বৈধ হবে। এতে কোন দোষ হবে না”। (তাকরীরে জাবায়েহ-ইসমাঈল দেহলভী)।

পাঠকবর্গ! ওহাবী সম্প্রদায়ের ইমাম ও পেশোয়া ইসমাইল দেহলভী আউলিয়ায়ে কেরামের নযর-নেয়াজ ও মানতকে ইসালে সওয়াবের নিয়তে জায়েজ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং এতে কোন দোষ নেই- বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। অথচ তার অনুসারীরা ঐ শব্দগুলোর উপর শিরক ও কুফরীর ফতোয়া লাগাচ্ছে। আউলিয়ায়ে কেরামের নামে মানত, নজর-নেয়াজ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ওয়াস্তেই মানত। কিন্তু এর শুধু সওয়াব পৌঁছে অলীগণের রূহে থাকে।

২নং দলীলঃ

“তাফসীরাতে আহমাদী-তে (মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) কৃত) উল্লেখ আছেঃ

اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللّٰهِ حَرَامٌ وَنَذْرُ الْاَوْلِيَاءِ مَأْوُلٌ بِاَنَّ النَّذْرَ لِلّٰهِ وَثَوَابَهُ لَهُمْ *

www.sunnibarta.com

BJS
BANGLADESH JUBOSENA

অর্থঃ "নযরে শরয়ী আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে হারাম। কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নজর বা মানতের অর্থ হলো- মানত হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আর এর সওয়াব হচ্ছে অলীগণের উদ্দেশ্যে"। (থানবী সাহেব উর্দু ইবারতে এক অংশ (নযরে শরয়ী) উল্লেখ করেছেন এবং শিরক বলেছেন। শেষের অংশ (নযরে উরফী) বাদ দিয়েছেন-যার কারণেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে–অনুবাদক)।

৩নং দলীলঃ

আল্লামা আবদুল গনি নাব্‌লুসী (আল্লামা শামীর ওস্তাদ) "কাশফুন্ নূর" গ্রন্থে নযরে উরফী বা প্রচলিত মানত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নিম্নরূপেঃ

"نَذْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ لِلْاَوْلِيَاءِ بِاَنْ تُصْرَفَ عَلٰى فُقَرَائِهِمُ الْمُجَاوِرِيْنَ جَائِزٌ فِىْ نَفْسِهِ لِاَنَّ النَّذْرَ فِيْهِ مَجَازٌ عَنِ الْعَطِيَّةِ كَمَا قَالُوْا فِى الْهِبَةِ لِلْفُقَرَاءِ هٰهُنَا صَدَقَةٌ وَفِى الصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِىِّ هٰهُنَا هِبَةٌ فَالْعِبْرَةُ لِلْمَقَاصِدِ فِى الشَّرْعِ دُوْنَ الْاَلْفَاظِ فَاِنَّ النَّذْرَ اِنَّمَا هُوَ مَخْصُوْصٌ بِاللّٰهِ تَعَالٰى - فَاِذَا اُسْتُعْمِلَ فِىْ غَيْرِهِ كَمَنْ قَالَ الرَّجُلُ لَكَ عَلَىَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ اِنْ شَفَا مَرِيْضِىْ وَنَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ نَذَرْتُ لِفُلَانٍ كَذَا كَانَ وَعْدًا مِّنْهُ بِذٰلِكَ وَهُوَ مَجَازٌ عَنِ الْهِبَةِ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ غَنِيًّا وَعَنِ الصَّدَقَةِ اِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَكَيْفَ يَقُوْلُ عَاقِلٌ بِحُرْمَةِ قَوْلِ الْاِنْسَانِ لِوَلِىٍّ مِّنْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ بَعْدَ الْمَوْتِ اِنْ شَفَا اللّٰهُ مَرِيْضِىْ لَكَ عِنْدِىْ كَذَا فَاِنَّ اَهْلَ الْوِلَايَةِ اَوْلٰى فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى مِنْ غَيْرِهِمْ وَاِنْ كَانُوْا اَمْوَاتًا فَاِنَّ الْقَائِلَ يَعْلَمُ اَنَّ ذٰلِكَ يُصْرَفُ فِىْ مَصَالِحِ الْخَدَمِ لِذٰلِكَ الْوَلِىِّ وَلِلْفُقَرَاءِ فَيُجْعَلُ ذٰلِكَ وَعْدًا وَعَطِيَّةً تَصْحِيْحًا لِقَوْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا اِصْرَارُ

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com

بَعْضِ النَّاسِ عَلٰى تَحْرِيْمِ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ فَمُوْجِبُهٗ عَدْمُ الْحَيَاءِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ الْحَرَامَ فِىْ مُقَابَلَةِ الْفَرْضِ يُحْتَاجُ فِىْ ثُبُوْتِهٖ اِلٰى دَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ" (كَشْفُ النُّوْرِ) *

অর্থঃ "অলী-আল্লাহগণের নামে টাকা পয়সা, দিরহাম-দিনার মানত করে ঐ টাকা মাজারে বসবাসকারী ফকির মিছকিনদের জন্য ব্যয় করা জায়েজ। কেননা, এ মানতের দ্বারা এক্ষেত্রে শুধু দান করা বুঝানো হয়েছে। দান সকলের জন্য জায়েজ। যেমন ফেকাহ বিশারদগণ বলেছেন যে, গরীব লোকদেরকে কোন জিনিস হেবা বা দান হিসাবে দিলেও তার নাম হবে সদ্‌কা, আর ধনী লোকদেরকে কোন জিনিস সদকা হিসাবে দিলেও তার নাম হবে হেবা বা দান। অর্থাৎ পাত্রভেদে তার নাম হবে হেবা বা দান। একই জিনিসের বিভিন্ন নাম ও রূপ হয়। তদ্রূপ মানতের বেলায়ও পাত্রের প্রভেদ প্রযোজ্য। আল্লাহর জন্য মানত করলে নাম হবে নজরে ওয়াজিব এবং অলীদের জন্য মানত করলে এর নাম হবে হাদিয়া বা দান-যা প্রত্যেকে ভোগ করতে পারবে। কেননা, শরীয়তে শুধু শব্দার্থই বিবেচ্য নয় বরং শব্দের ভিতরের মর্মার্থ বা অন্তর্নিহিত অর্থই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটাকে পরিভাষায় উরফ বলা হয়। (মর্মার্থের উপর নির্ভর করেই ফতোয়া হয়ে থাকে-অনুবাদক)। "নযর" শব্দটি মূলতঃ আল্লাহর সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের জন্য যখন ব্যবহৃত হয়, যেমন কেউ কোন ব্যক্তিকে বললোঃ "আমার রোগ ভাল হয়ে গেলে আপনাকে দশ টাকা বা এত টাকা দেওয়া আমার উপর ধার্য করলাম"। এরপর বললোঃ "আমি অমুককে এত টাকা দেয়ার নযর বা মানত করেছি"। শেষোক্ত বাক্যটির মধ্যে নযর দ্বারা প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা বুঝায়। এই নযর বা মানতের অর্থ পাত্র ভেদে স্থির হবে। যদি ঐ ব্যক্তি গরীব হয়, তাহলে এর অর্থ হবে সদকা। আর ধনী হলে নযরের অর্থ হবে হেবা বা দান।

www.sunnibarta.com

উপরের নীতিমালা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি কোন ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত অলীকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, "যদি আল্লাহ তায়ালা আমার রোগ ভাল করে দেন, তাহলে আমি আপনার উদ্দেশ্যে বা খেদমতে এত টাকা দেবো"। তাহলে কোন আকলমন্দ ব্যক্তি কি এই লোকটির উক্ত কথাকে হারাম বল্‌তে পারে? কখনও না। কেননা, অন্যদের তুলনায় অলী-আল্লাহগণ অধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য। মানতকারী লোকটির ভাল করেই জানা আছে যে, এই টাকা অলী খাবেনা। খাবে তার দরবারের ফকির ও মিসকিনগণ এবং খাদেমগণের কল্যাণমূলক কাজেই তা ব্যয় করা হবে। সুতরাং অলীর নামের মান্নতের এ টাকা ফকির মিসকিনদের জন্য হবে সদকা এবং খাদেমগণের জন্য হবে হাদিয়া। এতে করে পূর্বের মূলনীতির বাস্তবায়ন হবে। কোন কোন লোক অলীগণের নামে মানত করাকে অকাট্য দলীল ছাড়াই হারাম বলে কঠোরতা করে থাকে। এর মূল কারণ হচ্ছে-আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। কারণ হারাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়

www.sunnibarta.com

ফরজের বিপরীতে। অর্থাৎ ফরজ প্রমাণ করতে হলে যেমন অকাট্য দলীলের প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে হারাম প্রমাণ করতে হলেও অকাট্য দলীলের প্রয়োজন হয়"। (কাশফুন নূর)।

অলীগণের মানতকে হারাম বলার জন্য কোন অকাট্য দলীল নেই। বরং মোস্তাহাব বলার পক্ষে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং শিরক ও কুফর ফতোয়া দানের জন্য আল্লাহর দরবারে থানবী সাহেবের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। অকাট্য দলীল ছাড়া এরূপ উক্তি করা- আল্লামা নাবলুসীর মতে নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার কাজ। আল্লামা নাবলুসী (রহঃ)-এর উপরোক্ত সুক্ষ্ম আলোচনাটি ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতিমালার খেলাফ কোন ফতোয়া দেয়া অজ্ঞতারই পরিচায়ক। (অনুবাদক)।

৪নং দলীলঃ

অলী-আল্লাহগণের নামে নযর-নেয়াজ জায়েজ কিনা-এমন এক প্রশ্নের জবাবে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রহঃ) বলেনঃ (অনুবাদ) ঃ

"মুসলমানগণ আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহে ইসালে সওয়াবের নিয়তে তাঁদের জন্য নযর-নেয়াজ করে থাকে। এটা তাদের জন্য এবাদতের নিয়তেও করা হয়না এবং তাদেরকে মাবুদ বা এবাদতের উপযুক্ত বলেও মনে করা হয় না। এই নযর নযরে শরয়ী নয় বরং নযরে উরফী। বাদ্‌শাহ বা উলামাগণের দরবারে যা কিছু উপঢৌকন পেশ করা হয়, উহাকে পরিভাষায় বা প্রচলিত ভাষায় নযর-নেয়াজ বলা হয়। নেয়াজ শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন প্রচলিত ভাষায় বলা হয় "আমি আপনার নেয়াজমান্দ"। এটা সাধারণের বেলায়ও বলা যেতে পারে। ------ যে কাজ আল্লাহ, আল্লাহর প্রিয় রাসুল এবং নায়েবে রাসুলগণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উপলক্ষ্য মাত্র–যেমন আল্লাহর জন্য নামাজ, রাসুলের জন্য দরূদ এবং অলী আল্লাহগণের জন্য নযর ও নেয়াজ- সে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ অর্থাৎ "আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রাজী রাখাই কর্তব্য, যদি তারা মোমেন হয়ে থাকে"। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغٰى بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْهَدِيَّةَ يُبْتَغٰى بِهَا وَجْهُ الرَّسُوْلِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ) *

অর্থঃ "সদ্‌কার দ্বারা আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করাই উদ্দেশ্য এবং হাদিয়া দ্বারা নবী করিম (দঃ)এর সন্তুষ্টি ও আপন মকসুদ পূরণ করাই আসল লক্ষ্য। সুতরাং ওলীগণের নামে নযরও নেয়াজ মান্নত করা জায়েজ। (তাবরানী শরীফ)।

www.sunnibarta.com